ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর

প্রথম

গীতি-মুখর কথক-চিত্র

—যমুনা-পুলিনে—

রূপবাণী

RUPABANI

৭৬।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম চার পয়সা

২১-১-33

ছোটদের
কয়েকখানা বই

শ্রীঅখিল নিয়োগীর
ভুতুড়ে দেশ—১৲
শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভেল্কী—॥৹
শ্রীননীগোপাল দাশগুপ্তের
কনকদেউল—৮৲
শ্রীপ্রীতিকণা দত্তের
তারালাঙ্গী—১৵০
জে, সি, গুহের
চাইল্ডস্ এ, বি, সি,—।০
সকল দোকানেই পাইবেন।

For Slide Advertisement

At Rupabani

Please Apply To—

B. Nan
16-1A, Beadon St.,
CALCUTTA.

For Up-to-date
Posters
Book Covers
&
Designs

Consult—

Artist, **Akhil Neogy.**
66, Manicktola St., Calcutta.

For Collapsible Gates,
Wrought Iron Gates
&
Grilles

Ring up. B. B. 3234

Manufacturers :—
PARIS COLLAPSIBLE GATE CO.
16/1A Beadon Street,
CALCUTTA.

যমুনা-পুলিনে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর

প্রথম

গীতি-মুখর কথক-চিত্র

প্রথম-প্রদর্শন

২১শে জানুয়ারী '৩০।

— প্রযোজক-শিল্পী —

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

—আলোক-চিত্র-শিল্পী—

যতীন দাস

—শব্দ-যন্ত্রী—

আর, সি, উইলম্যান

—গল্প-কথা-সঙ্গীত—

তুলসীদাস লাহিড়ী

আর-সি-এ ফোটোফোন

প্রণালীতে গৃহীত

— পরিচয় —

শ্রীকৃষ্ণ	...	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
নারদ	...	ধীরেন দাস
আয়ান ঘোষ	...	সন্তোষ সিংহ
সুবল সখা	...	রেণুবালা (সুখ)
শ্রীরাধা	...	সবিতা দেবী
বৃন্দে	...	আঙ্গুরবালা
বিশাখা	...	কমলা (ঝরিয়া)
ললিতা	...	বীণাপাণি (রেডিও)
জটিলা	...	প্রকাশমণি
কুটিলা	...	ইন্দুবালা

গোপিনীগণ···ইত্যাদি ।

শ্রীরাধা-রূপে সবিতা

(প্রথম বাঙ্‌লা গান শোনাবেন)

যমুনা-পুলিনে

(গল্পাংশ)

একদিন বৃন্দাবনে সকাল বেলা বাঁশী বেজে উঠ্‌ল। বাঁশী শোনা যায় কিন্তু বংশীধারীকে দেখা যায় না। বাঁশীর সুর প্রাণ-মন হরণ করে নিয়ে যায়। সে বাঁশীর অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় বৃন্দাবন-বাসীর নিদ টুটে গেল্।

ঘুমন্ত রাধার নয়নে—কে যেন অপরূপ স্বপ্নাঞ্জন মাখিয়ে দিলে।

শ্রীরাধার মন হঠাৎ উতলা হয়ে উঠ্‌ল। কি যেন নেই—কাকে যেন চাই!

শুধু রাধারই নয়—সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবালাদেরও।

তারপর একদিন শুভ-মুহূর্ত্তে যমুনা-পুলিনে—বংশীধারীর সঙ্গে শ্রীরাধার দৃষ্টি বিনিময়। প্রেমের পরশ-মণির ছোঁয়া পেয়ে রাধার মন সোনা হ'য়ে গেল। ব্রজবালারাও এই পুণ্য-পূত প্রেম-যমুনায় অবগাহন করে ধন্য হ'ল।

কিন্তু প্রেমের পথ চিরদিনই বাঁকা!

কিশোর-কিশোরীর মিলনের পথে—নতুন নতুন বিঘ্নের সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো। কিন্তু প্রেমিকা শ্রীরাধা তা সইতে পারে না। কিশোরী অভিমানে ফুলে-ফুলে ফুলে-ফুলে ওঠে—; কপোল অশ্রুজলে ভেসে যায়!

কুটিলা ননদিনীর গঞ্জনা আর শ্বাশুড়ী জটিলার তাড়নায়—শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন একরকম অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু বংশীধারীর বুদ্ধির-ভাণ্ড থেকে নতুন ফন্দী বেরুলো।

যোগিনী বেশে লীলাময়ের নতুন লীলা সুরু হ'ল। আয়ান ঘোষের বাড়ী প্রত্যহ সেই যোগিনী যাতায়াত সুরু করলে।

আর বংশীধারীর কি লীলা!

অমন যে কুটিলা—তারও মাথায় দুষ্টা সরস্বতী চাপ্‌ল! সে দিলে তাদের মিলন ঘটিয়ে।

কিন্তু এ ক্ষণিকের দেখায় কতটুকু তৃপ্তি? হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ রোধ করবে কে? শ্রীরাধা আর তার ষোলশ গোপিনীর দুকুল-প্লাবি প্রেম আর বুঝি কোনো মতেই বাধা মানে না!

কিন্তু রাধার—পদে পদে বাধা। ঘরে বাধা, বাইরে বাধা!

অন্তর্য্যামী বংশীধারী গোপবালাদের বিপদ বুঝে—বস্ত্র-হরণ লীলায় তাদের সমস্ত লজ্জা-সরম নিজে কেড়ে নিলেন।

গোপিনীগণ লাজ-মান-তণু-মন সব বংশীধারীর পায়ে উৎসর্গ করবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

কিন্তু বিপদ পদে পদে। এদিকে কুটিলা—আয়ান ও বৃন্দাবন বাসীদের—গোপবালাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগ্‌ল। যাতে সবাই মিলে তাদের চরম লাঞ্ছনা করে—এই জন্যে বিষ-রসনা কুটিলার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না।

সাধক আয়ান ছিল শ্যামার উপাসক। শ্রীরাধার ওপর বিশ্বাসও ছিল তার তেমনি অটুট।

কুটিলার বিষোদ্গারণে সে কিছুতেই আস্থা স্থাপন করতে পারলে না!

একদিন অভিসারিকার দল বৃন্দাবনের কুঞ্জবন আলো করে—চির-কিশোর-কিশোরীকে কেন্দ্র করে বসেছিল।

ঠিক এমনি সময় কুটিলার প্ররোচনায় বৃন্দাবনবাসীগণ আয়ান ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে সেই কুঞ্জবনে এসে উপস্থিত হ'ল।

ভক্তের মান রাখ্‌তে লীলাময় শ্যাম বাঁশী ছেড়ে অসি ধারণ করে শ্যামা-রূপ ধারণ করলেন

আয়ান ঘোষ—নিজের আর সহধর্ম্মিনীর আরাধ্যায় পার্থক্য না দেখ্‌তে পেয়ে ভাব-রস-ধারায় মাতোয়ারা হ'য়ে শ্রীরাধাকে আশীর্ব্বাদ করে চলে গেল।

বিস্ময়াবিষ্টা কুটিলাও দেবী পদতলে লুটিয়ে পড়ল।

ব্রজবালাগণ আর বৃন্দাবনবাসীগণের জীবন ধন্য করতে চিরকিশোর চির-কিশোরীর পাশে দাঁড়ালেন।

যমুনা-পুলিনে যুগল-মিলন দেখে- স্বর্গ মর্ত্ত্য পবিত্র হ'ল।

সঙ্গীত লহরী

আজি নলিনী মলিনী কেন হায়।
গেল দূরে দুঃখ নিশা
রঙে রঙে জাগে উষা
কল-কাকলী কাননে কল্যাণ গায়
শিশির স্নাত ঐ শীতল শরত বায়
পরশ অবশ করে সলাজ শেফালিকায়॥
মোছ আঁখি, মোছ আঁখি
হের অরুণ-বঁধুয়া আসে পূরব গগন গায়॥

—বিশাখা

কহ সুবদনী রাধে
কি তব হইল বেয়াধে।
কেন আনমনে চাহি দুর পানে
কি লাগি পরান কাঁদে॥
হেমকান্তি ঝামর হ'ল
বদন-কমল শুকায়ে গেল
(যেন) কাতরা হরিণী কাঁদিছে কেবল
পড়িয়া ব্যাধের ফাঁদে॥

—বৃন্দা

কার বাঁশরী বাজে লো বনে
আকুল চিত মধুর স্বনে।
শ্রবণের পথে মরমে পশেছে
সুর-মায়া ঘোরে অবশ করেছে
নয়নের ধারা বহে শত ধারে
বিনা তারি দরশনে॥

—রাধা

স্বপন হেরেছে বালা
নব জলধর   রসে ঢল ঢল
বরণ চিকন কালা।
তরল নয়নে   তেরছ চাহনি
কুসুম বাণের জ্বালা।
জ্বলিয়ে জ্বলিয়ে   পরাণ পুড়িয়ে
পরাণ করেছে আলা ॥

—ললিতা

এদের রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
বুঝতে নারি রকম-সকম সমঝে ওঠা দায় ॥
সদাই এরা ঢং ক'রে ফেরেন
আবার মিন্সেগুলো তেমনি বোকা ঐ রংএই মরেন
এরা যতই ফেরেন মুখ বাঁকিয়ে
ওরা ততই ফেরেন পায় পায় ॥

—কুটিলা

মাগের তরে বাঁচে মরে
এয়ার বন্ধু যে পর করে
ধিক তারে ধিক তারে
এয়ারকি ত সত্য শুধু
মুখরোচক মিষ্টি মধু
এ সংসারে এ সংসারে ॥
ভবের খেলা মিথ্যা মায়া ফক্কা
দিন দুই তুম-তাড়াকি তার পরেই ত অক্কা
বাড়িয়ে মায়া মিথ্যা ছায়া
কাঁদলে ত ফল হয়না রে ॥

—গ্রামবাসী

সখা! ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী, বরণ বিজুরী
চলিছে ব্রজের বাটে।

ধনি অল্প বয়সী বালা
জনু গাঁথনী পুহপ মালা
থোরি দরশনে আশ না পুরল
বাড়ল মদন জ্বালা।

—কৃষ্ণ

বৃন্দা : তোমার নয়নের কোণে লুকান গোপন
কথাটি দিতেছে উঁকি।
সুবল : যদি বুঝে থাক দেবি, কেন চেপে থাক
বলে ফেল কর সুখী॥
বৃন্দা : গোকুল ত্যজিয়ে, একুলে আসিয়ে
কাহারে চিনিতে চাও।
সুবল : চির-চিন্ময়ী, শ্যাম-চিত-জয়ী
কে উনি কহিয়ে দাও॥
বৃন্দা : বল' শ্যামচাঁদে, ব্রজরাণী রাধে
সহজ লভ্যা নয়।
সুবল : অনেক যতনে, দেবী আরাধনে
দেবীরা তুষ্টা হয়॥

—বৃন্দা ও সুবল

অঝোর ধারে ঝরছে নয়ন (সখীগণের প্রতি)
নয়ন ভরে হেরে তারে।
হাসি রাশি গেছে ভাসি
তুফানে মন বাঁধতে নারে॥
তার নয়নে নয়ন থুয়ে (রাধার প্রতি)
মনের কথা কয়েছ ত'
বুকের মাঝে তার নয়নের
সবগুলি বাণ সয়েছ ত'
প্রাণ বঁধুয়ার মধুর ছবি
বুকে এঁকে লয়েছ ত'
(এবার, হ'লে দেখা একা একা
নয়ন বাণে বধ তারে।

—বৃন্দা

আজকে আমার একতারাতে
তোমারই নাম বাজিয়ে চলি !
নয়ন নীরে হার গেঁথেছি
তোমার গলে দিতে তুলি ॥
নিবিড় সুখে নীরব দুখে
তোমার কথাই বাজে বুকে
কবে চরণ পরশ পেয়ে
আমায় আমি যাব ভুলি !

—কৃষ্ণ

সখি ! এসেছে তব দ্বারে
তুমি দেখেছ যারে স্বপন পারে
শ্যাম-অঙ্গ বিভূতি ভূষিত
চাঁচর চিকুর জটা বিগলিত
যোগী কি যোগিনী বুঝিতে পারি নি
(শুধু) আঁখি দুটি হেরে চিনেছি তারে ॥

—ললিতা

তোমারই তরে সে তোমারই দ্বারে ভিখারী
তব মনের বনের শীকারী ।
যার রূপে তব নয়নে লেগেছে ধাঁধা
যার লাগি তব টুটেছে সকল বাধা
যার তরে নিতি নীরবে লুকায়ে কাঁদা
সেই শ্যামল বনশীধারী ॥

—বিশাখা

মুরলীধর ব্রজকিশোর
মাধব বনোয়ারী
ব্রজবধূগণ দুকুল হরণ
জয় বৃন্দাবনচারী ।
জয় লীলাময় লীলাচতুর
ললিত ললিত লাবণী মধুর
মাধব মনমোহন মদ
মথন ভয় হারী ॥

—নারদ

যোগিনী-বেশে শ্রীকৃষ্ণের গোপন মিলন

ওমা একি কুল-মজানো
ঘর জ্বালানো ছেলে।
ছুড়িগুলোর-কাঁচা মাথা
আস্ত বুঝি খেলে॥
বাজায় বাঁশী কুল নাশি
পরায় গলে পরায় ফাঁসী
ছুঁড়িদের মন উদাসী
ছুটছে ঘরের কাজ ফেলে॥
আর লুটল ওর পায়ের তলে'

—কুটিলা

(আজি) শরতের শ্বেত চাঁদিমা কিরণে
বাজিছে বিরহ-রাগিণী।
মুরলী তানে ডাকে উপবনে
চললো শ্যাম-সোহাগিনী।
সোহাগে শেফালী পড়িছে ঝরিয়া
তোমার চরণে পড়িবে বলিয়া
কুজন মুখর কাননের তলে
ফুলেরা জাগিছে যামিনী॥

—বৃন্দা

বিরাট খেলিছে আজি
নওল কিশোর সাজে
কিশোরী বেঁধেছে প্রেমে
আজিকে নিখিল-রাজে॥
অজানা রাগিনী কোন
দোঁহার পরাণে বাজে
অসীম পড়েছে বাঁধা
আজিকে সীমার মাঝে॥

—নারদ

কিঙ্করী পদে শরণ যাচে
শঙ্করী রাখ রাঙা পায়
নীল-অম্বরে ডমরু বাজে
শঙ্কিত ভীত চিত হায় ॥
ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে
বিজলী চমকে অসির ফলকে
অট্টহাসে কম্পিত ত্রাসে
শঙ্কিত হিয়া মুরছায়।

—কুটিলা

আজি গগন মগন একি আনন্দে
বহে সমীরণ কি নব ছন্দে
বরণে গন্ধে ফুলেরা বন্দে
বিহগ বন্দে গানে গানে ॥

—সখীগণ

The Best Medium
OF
Advertisement
For Largest Circulations at a Minimum Cost
IS
RUPABANI PROGRAMME
For Rates & Particulars Please
Phone B.B. 2845 or write to
DEVENHAM & CO.
20. College Row.
CALCUTTA.

Jamuna-Puliney

(SYNOPSIS)

The episode of "Love" attached to the theme "Krishna Lila" is something to be conjured up—it reflects the "Eternal Love" ingrained in all of us and the various manifestations have got an all-absorbing significance.

It was a fine cool morning. Dewy sweetening breeze was blowing—Autumn has just begun to approach. On such a morning Lord Krishna along with his cow-herd friends came to Brindaban. He had with him his "Flute". He was playing on it an enchanting tune which made Radha and the girls of Brindaban, stand spell-bound. A strange sensation filled their hearts and then they began to run after the tune and met Krishna on the bank of Jamuna. Radha fell madly in love with Krishna and she along with her confidantes began to meet Him everyday under the plea of carrying water home from Jamuna.

But the way to "Love" is not as smooth ! Radha had her enemy in her sister-in-law Kutilah and mother-in-law Jatilah. They told Ayan, the husband of Radha, about her relation with Krishna. Though Ayan had implicit faith in her wife yet Radha on her part felt shy to meet her Beloved. Krishna understood everything and He began to meet Radha under the guise of a female ascetic through Kutilah's help—Kutilah scarcely suspecting anything. They met each other but it was no consolation for the hungering and passionate hearts. Though the heart of Radha was overflowed with joy and love, yet the external barriers were hard for her to break and the case with the Gopabalas (milkmaids—Radha's confidantes) who loved the Lord Krishna also, were no better. He again came to their succour. One day when Radha and the Gopabalas were bathing in the Jamuna, Krishna stole away their clothes which they had left on the bank—the false notion of shame and prestige, fear and tribulations were removed.

One day when Radha with her confidantes were worshipping their Beloved in a grove, Kutilah came there with her brother Ayan and all the villagers to show to them what she had asked them to believe—Radha and Gopabalas' suspected liaison with Krishna. But Lord Krishna transformed his flute into a sword and became Goddess Kali to the astonishment of all. Ayan himself was a devotee of Goddess Kali and was pleased to see that his wife's object of worship is one with his own and so returned home with all. Kutilah was taken aback and fell at the feet of Sri Krishna under the garb of Kali. Lord Krishna now assumed his own likeness and stood embraced by the side of Radha.

ভারতের ও বাংলার

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের

সঙ্গীত যদি শুনিতে চান

স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড

শ্রবণ করুন।

সচিত্র তালিকার জন্য আবেদন করুন।

জে, এন, ঘোষ

৮৪।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মোহনতোষ ব্রাদার্সের

তৈয়ারী

"ইণ্ডিয়া ব্র্যাণ্ড" ক্যারমের

ঘুঁটি এবং স্প্রিং

গ্রিপ্, ডাম্বেল

বিদেশ-জাত জিনিষ অপেক্ষা

কোনও অংশে খারাপ

নয়।

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা।

Safest Office ?

BASANTI INSURANCE

Co., Ltd.

Head Office :—

31, Ashutosh Mukherjee Road,

Calcutta.

Our new scheme offers

no harmful distribution system.

Wanted influential and respectable Agents in Calcutta or suberb. Please call on or Apply to

Hindoosthan Farmers

Managing Agents.

—শ্রীঅখিল নিয়োগী সম্পাদিত—

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক ডেভেনহ্যাম এণ্ড কোং, ২০, কলেজ রো হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।